দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 0 9 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

জরুরী অবস্থার মধ্যেও জবিতে শিবির ক্যাডারদের তৎপরতা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ জরুরী অবস্থার মধ্যেও থেমে নেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবির ক্যাডারদের সাংগঠনিক তৎপরতা। কাজ চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে তারা। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ক্যাম্পাসে দেশের অন্যতম ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ছাত্রদলের কার্যক্রম তেমন লক্ষ্যণীয় না হলেও শিবির ক্যাডারদের গোপনে গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি জামায়াতের আমীর গ্রেফতার হওয়ায় আরও এক দফা বেড়ে গেছে। জামায়াতের আমীর গ্রেফতারের পর কেন্দ্রীয় সংগঠন গণস্বাক্ষর কর্মসূচী দিলে জবি শাখা শিবির ক্যাডাররা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারা রীতিমত টার্গেটমাফিক শহরের বিভিন্ন মেসে হানা দিচ্ছে। স্বাক্ষরতার নামে দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের তৃতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্র রানা ঘোষ ইনকিলাবকে জানায়, আমি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। থাকি রায় সাহেব বাজারের পার্শ্বে মেসে। বর্তমানে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। জানতে চাইলে সে জানান, নিজামী গ্রেফতার হওয়ায় নেতা-কর্মীরা নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু করেছে মেসে। অথচ আমি হিন্দু বলার পরও আমাকে চাড়ছে না, তারা। তাই বাধ্য হয়ে স্বাক্ষর দিলাম। জানা গেছে, গেল বছরের ১১ জানুয়ারী দেশে জরুরী অরস্থা জারি হওয়ার পর দেশের সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে দেশের সকল ক্রীয়াশীল দলগুলো এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয় জবি এখন গ্রীষ্মকালীন ছুটিও চলছে কিন্তু নিজামী গ্রেফতার হওয়ায় নেতা-কর্মীরা শহরের মেসে ভিড়তে শুরু করেছে। তাই ব্যতিক্রম দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তথা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি মাথায় নিয়ে ক্যাম্পাস কেন্দ্রীক বড় দুটি ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল ক্যাম্পাসে তাদের কর্মকাণ্ড বিরত থাকলেও শিবির ক্যাডাররা কিসের জোরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে? জানা যায়, ২০০৬ সালের জুলাই মাসে শিবির ক্যাডারদের সাথে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের অবস্থান নিয়ে। এক পর্যায়ে শিবির ক্যাডাররা পিছু হটতে বাধ্য হয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে। ক্যাম্পাস ত্যাগ করলেও ৩/৪টি মামলা করেছিল ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে কোতয়ালি থানায়। ওই মামলায় বর্তমান গণগ্রেফতার আওতায় পড়ার ভ অধিকাংশ নেতা-কর্মীরা রাজধানী ছেড়ে গ্রামে বাড়ীতে চলে গেছেন অনেকে। তাছাড়া জবি বর্তমান ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুল হাস রিপন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি হওয় তেমন সক্রিয় নয়, তিনি বলে অভিযো করেছে অনেক ত্যাগী নেতা-কর্মীরা। এদি ছাত্রদলের দু'গ্রুপে সংঘর্ষে বাংলাবিভাগের ৩ বর্ষের মেধাবী ছাত্র কাজল দেবনাথ নিহ হওয়ার ছাত্রদলের অধিকাংশ সিনিয়র নেত কর্মীরা মামলার জালে আবদ্ধ হয়ে গণগ্রেফতারের ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটাে তারা এমনকি জামিনের জন্য দৌড়ঝাঁপ দি রীতিমাফিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সা সমঝোতায় আসতে সক্ষম হয়েছে তারা গতকাল মহামান্য আদালত তাদের জামি মুক্ত দিয়েছে বলে শুনা গেছে। ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান খা ইনকিলাবকে জানায়, নিহত মেধাবী ছা কাজলদেব নাথ মামলায় হাইকোর্ট থে জামিন পেয়েছে অনেক আগে কিন্তু গতকা মহামান্য আদালতের নির্দেশক্রমে জজকো বিচারক তাদের জামিন মঞ্জুর করেছে।